দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ... MAR...1 3 2008 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অতিথি কলাম

নকল বিষয়ক পাঁ

শফিউল আলম

কোন কেন্দ্রের পাশ দিয়ে গেলেই বোঝা যায় পরীক্ষা হ পরীক্ষা কেন্দ্রের চতুর্পার্শ্বে ভিড় জমিয়েছে। এই লোকের জায়গা থেকে। এসেছেন নকল সরবরাহের উদ্দেশ্যে। শিক্ষার্থী আছেন, শিক্ষক আছেন। তারা এসেছেন আত্মীয়ত বিনিময়ে কেন্দ্রের বাইরে থেকে নকল প্রস্তুত করে দিতে আছেন সেটা হলে পৌঁছে দিতে জানালা দিয়ে, দেয়াল ট জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। কেউ বা পৌঁছাচ্ছেন আইন- শৃংখলা হাত করে নিরাপদে আর এতে বাধা দিতে গিয়ে লাঞ্ছিত হ কখনও কখনও খুন হচ্ছেন শিক্ষক, ম্যাজিস্ট্রেট, পু

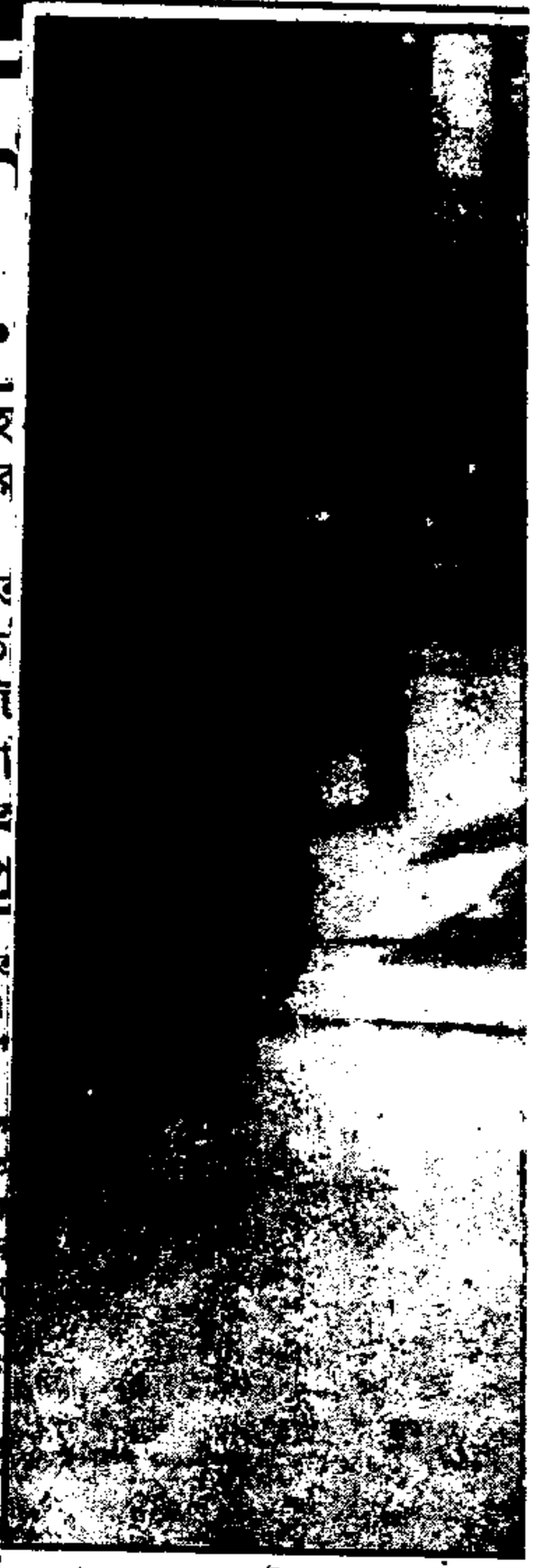

রংপুর ঃ শহরের ফুটপাতগুলো এভাবেই ফলে পথচারীদের স্বাভাবিক চলাচলে পোহা

রংপুরে ফুটপাত দ

স্বস্তিতে হ

রংপুর থেকে সংবাদদাতা ঃ রংপুর হরের ফুটপাতগুলো বর্তমানে হকারদের লে। বিভিন্ন ধরনের মালামাল সাজিয়ে ারা ফুটপাতের ওপরই ইচ্ছেমতো ব্যবসা তদারকি করে। চলিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। ফলে উৎসব। বোর্ডগুলে টপাত দিয়ে চলাচল জনসাধারণের জন্য এইচএসসি পরীক্ষা চষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সময়ে সকল কাগ শহরে একটিমাত্র প্রধান সড়ক। সেটিও এসএসসি পরীক্ষা খুব একটা প্রশস্ত নয়। তাই গত সরকারের
কোন কেন্দ্রের ামলে জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে পরীক্ষা হচ্ছে। প্রায় কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে সড়কের দু' পাশ ভিড় জমিয়েছে। এ য়ে ফুটপাত নির্মাণ করা হয়। কিন্তু থেকে। এসেছেন টপাত নির্মাণ করার পর কিছুদিন যেতে মধ্যে উচ্চ শিক্ষা া যেতেই কিছু সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী এসেছেন আত্মী ফুটপাত দখল করে তাদের ব্যবসা দিব্যি কেন্দ্রের বাইরে চালিয়ে যাচ্ছে।
সহযোগীরা আ শহরের মেডিকাল মোড় থেকে শাপলা

দিন কতক আগে আমার কয়েকজন সিনিয়র সহকর্মী পরীক্ষা নেয়া, পরীক্ষার খাতা দেখা প্রভৃতি বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করছিলেন একটি পারিবারিক ঘরোয়া পরিবেশে। কথা হচ্ছিল নকল প্রসঙ্গে, যেনতেনভাবে পরীক্ষায় পাস করা নিয়ে। একজন সহকর্মী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সম্পন্ন সম্মান পরীক্ষার বাংলার খাতা দেখছেন। একদিন খাতা দেখতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পান খাতার ভেতরে একটি খাম ট্যাপ দিয়ে আটকানো। ঐ খাম খুলে তার চোখ ছানাবড়া। খামে একটি চিরকুট ও হাজার পাঁচেক টাকা। চিরকুটে ছাত্রটির নাম ঠিকানা দেয়ার পাশাপাশি লিখেছে– স্যার এই খাতায় পাস করার জন্য আমার বাজেট দশ হাজার টাকা। পাঁচ হাজার টাকা খাতার সাথেই দিয়ে দিলাম। আর বাকিটা আমার ঠিকানায় যোগাযোগ করা মাত্রই আমি পৌঁছে দেব। তার বিনিময়ে শুধু পাস করিয়ে দেবেন। শিক্ষক সৎ বলে ছাত্রের সাথে যোগাযোগ না করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার সাহেবকে বিষয়টি জানিয়েছেন। কন্ট্রোলার সাহেব যে ধরনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত নেবেন।

আরেকজন সহকর্মী জানালেন আরেকটি মজার ঘটনা। তিনিও গত বছর কিংবা তার আগের বছর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান পরীক্ষার খাতা দেখছিলেন। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় তার বাসার টেলিফোনে ভেসে আসল একটি নারী কণ্ঠ। এক ছাত্রী তার পরিচয় দিয়ে জানাচ্ছে যে, তার সম্মান পরীক্ষার একটি কোর্সের খাতা আপনার কাছে আছে। আপনি যেভাবেই হোক আমাকে পাস করিয়ে দেবেন। তার বিনিময়ে আপনি যা চান আমি তাই দেব। আপনি আমার টেলিফোন নাম্বার রাখুন। আপনি ফোন করে আমাকে আসতে বললেই আমি চলে আসব। এবার বুঝুন অবস্থা।

এবারে আমার নিজের কিছু ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতার কথা বলি। বছর দেড়েক আগে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে এবং আমার দুজন সহকর্মীকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিল স্নাতক পরীক্ষার কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের জন্য। আমাদেরকে টাঙ্গাইল জেলার দুটি কেন্দ্রে স্নাতক পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। যথারীতি গাঁটের পয়সা খরচ করে আমরা তিনজন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মান রক্ষার তাগিদে ছুটলাম। গাঁটের পয়সা খরচ করে ছুটতে হয় এ কারণে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় টাকা পয়সা দেয় কাজ শেষ হওয়ার প্রায় এক দেড় বছর পর। যাক তবুও তো দেয়। এবারে আমার মূল প্রসঙ্গে আসি। প্রথম যে কলেজটিতে গেলাম সেটির পরিচালনা বোর্ডের সভাপতি বা চেয়ারম্যান হচ্ছেন স্থানীয় সংসদ সদস্য। এই কলেজের বোর্ড গঠনের নিয়ম হচ্ছে স্থানীয়ভাবে যিনিই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন তিনিই পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হবেন। বর্তমানে যিনি চেয়ারম্যান তিনি সরকারিদলের লোক এবং সরকারিদলের খুব পরিচিত মুখ, কেউ কেউ আবার তাকে প্রভাবশালীও বলে থাকেন। তবে তার নিজের এলাকায় তো প্রভাবশালী বটেই। আমরা ইংরেজির পরীক্ষার দিন কলেজে গিয়ে প্রথমে অধ্যক্ষের কক্ষে হাজির হয়ে আমাদের পরিচয় দেই এবং অধ্যক্ষ অন্যদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে এমপি সাহেবের সাথেও পরিচিত হই। আমাদের উদ্দেশ্য শুনে এমপি সাহেব বললেন আপনারা কি পরীক্ষা কেন্দ্র ঘুরে দেখবেন? আমরা বললাম অবশ্যই। এমপি সাহেব বিরক্ত মুখে আমাদেরকে বললেন ঘুরে দেখার কি আছে? তবে ঘুরে দেখতে চাইলে বসেন আমি খবর পাঠাই পরীক্ষার্থীদেরকে তারা যেন অন্তত আপনাদের সামনে কোন নকল না করে। আর আমাদেরকেও সতর্ক করে দিলেন- যেন নকল ধরে কাউকে বহিষ্কার না করি। তিনি বললেন, জায়গাটা বেশি সুবিধার নয়। তাই বহিষ্কার করে যদি বিপদ ডেকে আনি তাহলে আমাদের রক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তিনি আরও বললেন, তিনি নতুন চেয়ারম্যান হয়েছেন। আর হয়েই যদি ছেলেরা 'ভালভাবে' পরীক্ষা দিতে না পারে তবে তারা, তাদের অভিভাবকরা, তার উপর ক্ষুব্ধ হবেন। কেননা আগের চেয়ারম্যানের সময়ে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষার সময় অনেক 'সুযোগ সুবিধা' ভোগ করেছে। আর অধ্যক্ষ বললেন স্যার খুব বেশি ছেলেমেয়ে বহিষ্কার হলে পরবর্তী বছর এ কলেজে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাবে এবং কলেজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এসবকিছু মাথায় রেখে আমরা অধ্যক্ষকে সাথে নিয়ে কেন্দ্র ঘুরে দেখছি। দেখার সময় এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে যাওয়ার সময় শিক্ষক, কর্মচারী প্রত্যেকেই নকলরত ছাত্রছাত্রীদের আমাদের অবস্থান সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছিলেন। তারপরও ৭/৮ জনকে নকলরত অবস্থায় ধরলাম। অধ্যক্ষ সাহেব তাদের বহিষ্কার না করে তাদের খাতা কিছুক্ষণ ধরে আটকে রেখে শাস্তি দিলেন। তবে কক্ষের বাইরে থেকে জানালা দিয়ে নকল দেয়া অবশ্য থামাতে পারলেন না।

দিন কতক পরে গেলাম অন্য কলেজটিতে। সেটি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ। সেখানে মোটামুটি শিক্ষকদের সহযোগিতা পাওয়া গেল। শিক্ষকরাই আমাদের নিয়ে গেলেন বিভিন্ন পরীক্ষা কক্ষে। দিনের শেষে দেখা গেল ৩৫ জন বহিষ্কৃত। এখানে যেহেতু আগে থেকে আমাদের অবস্থান সম্পর্কে জানান দেয়া হয়নি তাই আমরা মূল চেহারাটা দেখতে পেলাম যে মহাসমারোহে নকলের উৎসব চলছে। আমরা ফিরে এসে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রিপোর্ট দিয়েছি। কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

পাঠক, এ পর্যন্ত আমি আপনাদের সামনে কোন মিথ্যা বা কাল্পনিক তথ্য তুলে ধরিনি। কয়েকটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করেছি। তবে আমি ইচ্ছা করেই কলেজের নাম, ছাত্রছাত্রীর নাম, সহকর্মীদের নাম গোপন করেছি। গোপন করেছি এ কারণে যে এতে আমার সহকর্মীরা বিব্রত নাম গোপন করেছি এ দেশের প্রায় সব জায়গ তাই গুটি কয়েক নাম অবস্থার সাথে ছাত্র শি ও প্রশাসনিক পর্যায়ে অ

কেননা কোন্ শি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আর খুব বেশি লো কিভাবে সেখান থে বিজ্ঞজনেরা বলেন, ট তুমি জান না? জাতীয় ন্যায়সঙ্গত কাজও হ চাইলে অনেক ঘুরতে থেকে অন্য টেবিলে থেকে লোকজন বিশ্ববিদ্যালয় নামক এড়াবার জন্য কড়ি বলে শুনেছি।

আমি এই বিশ্ববি এটি বোর্ডের মতই পোষণ করতে পারে একটি বিশ্ববিদ্যাল থাকার কথা এটির হয় না। আমাদের যেমন পরীক্ষা কলেজগুলোতে তদারকি করে। উৎসব। বোর্ডগুলে এইচএসসি পরীক্ষা সময়ে সকল কাগ এসএসসি পরীক্ষা

কোন কেন্দ্রের পরীক্ষা হচ্ছে। ভিড় জমিয়েছে। থেকে। এসেছেন মধ্যে উচ্চ শিক্ষা এসেছেন আত্মী কেন্দ্রের বাইরে সহযোগীরা আ